দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 0 JAN 2015
পৃষ্ঠা - ৮ - কলাম - ২

প্রাথমিক শিক্ষাই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি

আমীর হোসেন চাষী

উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য সূচক হলো শিক্ষা। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদ উন্নয়ন তালিকার দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখতে পাই শ্রীলঙ্কার অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উপরে। এর অন্যতম কারণ শ্রীলঙ্কার শিক্ষার হার। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা যা অন্যান্য শিক্ষার পূর্বশর্ত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা সত্ত্বেও আমাদের সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত সব শিশুদের আনতে পারছে না কেন? আবার যাদের আনা হচ্ছে তাদের একটা অংশ প্রতিবছর উপরের শ্রেণীতে উঠতে উঠতে ঝরে পড়ছে। প্রথম শ্রেণিতে যদি ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী থাকে পরবর্তী বছর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২৫ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৮ জন। এভাবে যত উপরের শ্রেণীতে উঠবে ততই কমছে। কেন এমন হচ্ছে?

মূলত দেশে যে পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু রয়েছে তার তুলনায় সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করতে পারছে অনেক কম। ফলে প্রকৃত চাহিদা ও যোগানের ফারাক দূর করার প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন এনজিও, মিশনারী সংস্থা কিংবা সেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাছাড়া সরকার তার ইউটিলিটিজ বিনামূল্যে যোগান দিলেও তাতে জনগণের প্রবেশাধিকার যদি নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। শহরাঞ্চলে এমনকি বর্তমানে গ্রামেও শিক্ষা একটি পণ্যের রূপ লাভ করছে সেখানে যারা দাম প্রদানে সক্ষম তারা তা সহজেই কিনে নেয়। আর যারা অর্থাভাবে সুযোগ নিতে পাচ্ছে না তাদের অবস্থা করুণ। গ্রাম প্রধান এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ছেলে মেয়ে রয়েছে সে ছেলে মেয়েদেরকে পরিবারের আয় উপার্জনের জন্য পরিবারের বয়োজেষ্ঠ্যদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও তারা তা গ্রহণ করতে পারে না। বলা যায় সরকার সীমিত পরিসরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর বদলে বর্তমানে নগদ অর্থ প্রদান করেও বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে সফলতা লাভ করতে পারছে না। সার্বিকভাবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ঢালাও সমালোচনায় যেগুলো বেরিয়ে আসে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি, মোটিভেশনের অভাব, ছড়া গল্প কবিতা, বাক্যতে ত্রুটি ইত্যাদি। আমি ৪৯ কি ৫০ বছর পূর্বে প্রথম শ্রেণীতে পড়েছিলাম। আগে চলে গাড়ী ঘোড়া, পিছে চলে ব্যাঙ, তারি মাথায় ধরে ছাতি ঘেঙর ঘেঙর ঘেঙ। এ কিছুদিন পূর্বে আমার ঔরশজাত সন্তানগণ পড়েছে, হাটটিমাটিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাঁড়া দুটি শিং।

অ=অজগর আসছে তেড়ে, আ=আমটি আমি খাব পেড়ে। অজগর তেড়ে আসলে আম খাবে না দৌড় দিবে। এসব দিক বিবেচনা রেখে এনজিও মিশনারী বিভিন্ন সংস্থা ছাত্রদের পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টি ও ঝরে পড়া রোধে নানা আকর্ষণীয় প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করেছে এবং করছে। শিক্ষাদানে এনেছে নতুন নতুন কৌশল বিষয় বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করেছে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক নানা আকর্ষণীয় বিষয়। ব্র্যাক, বিএসএস এর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এর উদাহরণ হতে পারে। কিন্তু আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু কিংবা উন্নত শিক্ষা পদ্ধতির পরও এসব শিক্ষা পদ্ধতির কিছুটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। সাময়িকভাবে ঝরে পড়া রোধ করে এবং ছাত্রদের এসব স্কুলে আকৃষ্ট করেও আমরা সুদূরপ্রসারী কোন ফলাফল লাভ করতে পারছি না। উপ আনুষ্ঠানিক স্কুল হতে শিক্ষা শেষ করে পরবর্তীতে তারা উপরের ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হচ্ছে কিনা কিংবা তারা কোথায় যায় তার মনিটরিং এর কোন ব্যবস্থা থাকছে না। ফলে দেখা যায় অনেক মেধা অবহেলায় কিংবা সহযোগিতার অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

● লেখক : গবেষক